দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 1 7 1999 ...
পৃঃ ৩ কলাম ২

শিবির নেতা জোবায়ের হত্যাকাণ্ড

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ঃ ক্যাম্পাস থেকে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে নগর জনপদে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ শিবির নেতা জোবায়ের হত্যার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সহিংসতা ক্যাম্পাস থেকে শহরে বিস্তৃত হয়েছে। শিবিরের ডাকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। শিবির আজ মঙ্গলবার বৃহত্তর চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করেছে। গতকাল ক্যাম্পাসে এবং শহরে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও পুলিশের কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দপ্তর, আইন অনুষদ ভবন ও শহরে অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। ক্যাম্পাসে ব্যাপক রক্তপাতের আশঙ্কায় আগামী ২০ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা ও ক্লাশ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে হল ত্যাগ করেছে। শহরে ও ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের সমাগম ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। নিহত শিবির নেতা জোবায়েরের জানাজা গতকাল বেলা ৩টা লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। লালদীঘি মাঠে প্রথম দফা জানাজার পর দ্বিতীয় দফা জানাজার জন্য শিবির নেতা জোবায়েরের লাশ ক্যাম্পাসের উদ্দেশে রওয়ানা হলে পুলিশ ৩ দফা বাধা দেয়। এতে পুলিশ ও শিবিরের মধ্যে নগরীতে ৩ দফা সংঘর্ষ হয়। শিবির লাশ নিয়ে প্রথমে মিছিল সহকারে চকবাজার পর্যন্ত পৌছলে পুলিশ মিছিলের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিবিরের কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এখানে ১০/১৫ জন নেতাকর্মী আহত হয়। বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীরা চকবাজার থেকে গণি ব্যাপারী এলাকা পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করে। বেলা সাড়ে ৩টায় লাশসহ শিবিরের মিছিল মুরাদপুর পৌছলে সেখানে পুলিশ আবারো লাঠিচার্জ করে। সেখান থেকে সংগঠিত হয়ে শিবিরের মিছিল অক্সিজেন এলাকায় পৌছলে পুলিশ কড়া বেষ্টনী রচনা করে। পুলিশের আক্রমণাত্মক অবস্থানের কারণে শিবির কর্মীরা লাশ নিয়ে ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এরপর লাশ পুনরায় শহরে এনে টাঙ্গাইলের গ্রামের বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এদিকে গতকাল শিবিরের ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। কোন ক্লাশ, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম হয়নি। ধর্মঘট চলাকালে সকাল ১০টার দিকে দুই দল বিক্ষুব্ধ ছাত্র পরিবহন দপ্তর ও আইন অনুষদে হামলা চালায়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ছাত্রলীগের একটি মিছিল রেল স্টেশন থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে যাওয়ার চেষ্টাকালে সোহরাওয়ার্দী হলের মোড়ে শিবিরের একটি মিছিলের মুখোমুখি হয়। এ সময় উভয় পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল বিনিময় হয়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি তখনকার মত নিয়ন্ত্রণে আনে। শনিবার ক্যাম্পাসের সংঘর্ষ ও শিবির নেতা হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভা গভীর রাতে ভিসির বাংলোয় অনুষ্ঠিত হয়। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি ও ক্যাম্পাসে আরো প্রাণহানির আশঙ্কায় সকল পরীক্ষা ও ক্লাস আগামী ২০ মে পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া সংঘর্ষের সূত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জোবায়েরের হত্যার ঘটনা তদন্তে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ হুজ্জোত আলী প্রমাণিককে চেয়ারম্যান করে ৪ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অপর ৩ জন সদস্য হলেন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আবদুল হাকিম, অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর নাসির উদ্দিন চৌধুরী ও সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক আবদুল গফুর। কমিটিকে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এদিকে গতকাল সন্ধ্যা ৭টায় পাওয়া খবরে জানা গেছে, শনিবার সংঘর্ষে আহত ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ ও কায়সারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে মেডিকেলের ইনটেনসিভ কেয়ারের রাখা হয়েছে।

এনামুল হকের মুক্তি দাবীতে